গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা।
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০০৩.১৪-২৮৭

তারিখ: ০৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
২১ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : নড়াইল জেলার নড়াইল পৌরসভায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পানি শোধনাগার সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরের বিষয়টি তদন্ত করে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগে।

সূত্র : দৈনিক সমকাল পত্রিকা, শুক্রবার, ০৫ মার্চ ২০১২১ তারিখে প্রকাশিত পত্রিকার পেপার কাটিং, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৫ মার্চ, ২০২১ খ্রি: তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠায় **"নামেই পানি শোধনাগার"** শিরোনামে নড়াইল পৌরসভার পানি শোধনাগারের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে জানানো হয় যে, ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পানি শোধনাগারটি উদ্বোধনের পর মাত্র ৩ মাস কোন রকমে চললেও বর্তমানে প্রায় ১ বছর যাবত তা বন্ধ রয়েছে। প্রকাশিত খবরের বিষয়টি তদন্ত করে **আগামী ১০(দশ) দিনের মধ্যে** মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

২১.০৩.২০২১
(মোহাম্মদ ফারুক হোসেন)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।

অনুলিপি :

০১। জেলা প্রশাসক, নড়াইল।
০২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মেয়র, নড়াইল পৌরসভা।
০৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি স্থানীয় সরকার বিভাগের ওযেব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
০৫। অফিস কপি।

সমকাল
শুক্রবার । ৫ মার্চ ২০২১ । ২০ ফাল্গুন ১৪২৭

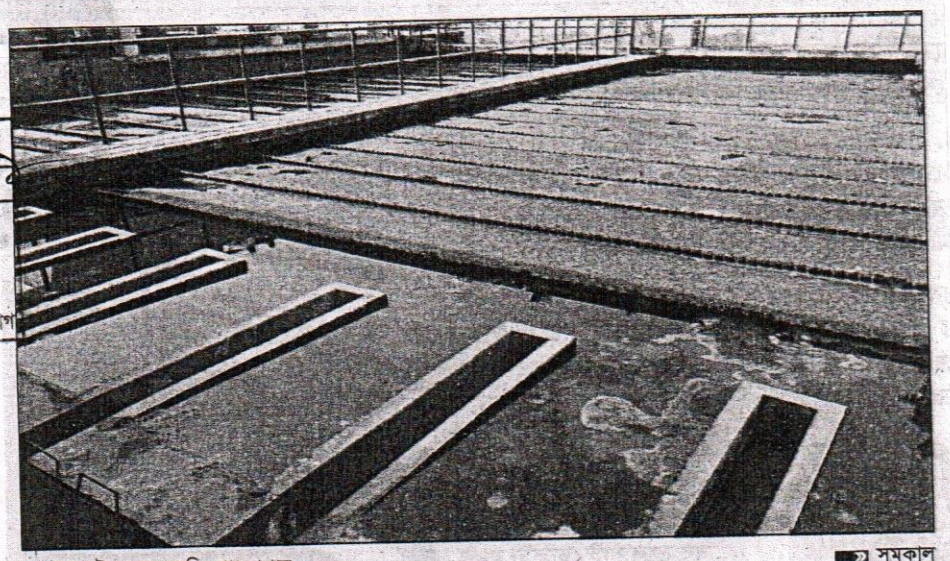

নড়াইল পৌরসভার পানি শোধনাগার সমকাল

নামেই পানি শোধনাগার

নড়াইল

- ১০ কোটি টাকার প্লান্টটি ১ বছর ধরে বন্ধ
- নষ্ট হচ্ছে স্থাপনা ও যন্ত্রাংশ

■ শামীমুল ইসলাম, *নড়াইল*

নড়াইলে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পানি শোধনাগারের অবস্থা যেন সেই প্রবাদটির মতো–'নামেই তাল পুকুর, ঘটি ডোবে না'। পানি শোধনাগারটি এখন শুধু নামেই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। উদ্বোধনের পর মাত্র ৩ মাস এটি কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও পরে আর চলেনি। এক বছর ধরে এটি বন্ধ। পানি শোধনের বিভিন্ন ধাপে এখন পানি পচে শ্যাওলা জমেছে, মশা উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছে। নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও অবকাঠামো। পানি শোধনের পাইপে ধুলাবালি ও মরিচা পড়েছে। প্রায় এক বছর আগে পানি শোধনাগারের নিজস্ব বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের তার পুড়ে গেলেও তা আর ঠিক করা হয়নি। পৌরবাসীর প্রশ্ন, ১০ কোটি টাকার এই পানি শোধনাগার কি পানিতেই যাবে?

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে নড়াইল পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের গো-হাটখোলা এলাকায় ৯ কোটি ৮৭ লাখ ৩৩ হাজার ১৯০ টাকা ব্যয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কাজ শুরু হয়। কাজটির দায়িত্ব পায় গোপালগঞ্জের শি-এমটি অ্যান্ড এস এস কনসোর্টিয়াম নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। পাম্প হাউস নির্মাণ, বর্জ্য পানি অপসারণের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা, জমি জটিলতাসহ নানা কারণে নির্মাণ কাজ দেরিতে সম্পন্ন হয়। পরে ২০১৯ সালের ১৯ নভেম্বর তৎকালীন জেলা প্রশাসক আনজুমান আরা এটির উদ্বোধন করেন। এ সময় আনুষ্ঠানিকভাবে নড়াইল পৌরসভার কাছে প্লান্টটি হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়, প্রতি ঘণ্টায় ৩৫০ ঘনলিটার পানি শোধনের ক্ষমতা রয়েছে এ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের। সার্বক্ষণিক তিনটি পানির পাম্প থেকে পানি শোধনাগারে আসবে। এরপর মোট ৬টি ধাপ শেষে এ পানি শোধন হবে। এ শোধনাগার চালুর ফলে পাইপলাইনের মাধ্যমে পৌরসভার ১৩ কিলোমিটার এলাকার ২ লক্ষাধিক মানুষের নিরাপদ পানি পানের আওতায় আসার কথা ছিল।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নড়াইলের নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এম এম আবু সালেহ জানান, প্লান্টটি হস্তান্তরের পর এটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন নড়াইল পৌরসভার। তাই পানি শোধনের পর এর দূষিত ময়লা পানি অপসারণ, ব্যাক ওয়াশ, সার্ভিসিং, প্রয়োজনীয় কর্মচারী রাখা এবং তাদের বেতন ইত্যাদি বিষয় দেখতে হয়। এসব বিষয়ে পৌরসভার নজরদারির ঘাটতি রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, নড়াইল পৌরসভার পানিতে অতিরিক্ত আয়রন এবং ময়লা। এই পানি পান করলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ হতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ পানি পেতে পৌর কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে টেকনিক্যাল কোনো সাহায্য চাইলে সেটা আমরা করব।

নড়াইল জজকোর্টের অতিরিক্ত পিপি আলমগীর সিদ্দিকী বলেন, উদ্বোধনের পর মাত্র তিন মাস চালুর পর প্লান্টটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি এটি দ্রুত চালুর আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্লান্টটি চালু হলে পৌরবাসী বিশেষ নাগরিক সুবিধা পাবেন।

নড়াইল পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আনজুমান আরা বলেন, পৌরসভার দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শন করে দেখেছি পানির পাম্প, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাসহ অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং অনেক কিছুই নষ্ট হবার পথে। পৌরবাসীকে কথা দিয়েছি সুপেয় পানি পান করাব, এখন সব কিছু ঠিকঠাক করে দ্রুতই পানি শোধনাগারটি চালু করার চেষ্টা করছি।

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী পৌর পরিষদের কোনো অবহেলা ছিল কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সেটা বলতে পারব না।